প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে শুরু করলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরাইল-গাজা সংঘাতসহ ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি পুনরায় নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৩ শতাংশ এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে তা যথাক্রমে ৩.২ শতাংশ ও ৩.৩৩ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের প্রভাব থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। তবে, বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইসরাইল-গাজা সংঘাতের মতো ভূরাজনৈতিক সংকটের প্রভাবও মোকাবেলা করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮২ শতাংশ এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) ছিল ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ মার্কিন ডলার)। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৪৬.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, আমদানি যৌক্তিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৭৫.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লেনদেন ভারসাম্যের (BOP) ঘাটতি বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মার্কিন ডলারের তুলনায় বাংলাদেশি টাকার মান ১১.৬৫ শতাংশ হ্রাস পায়। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বোপরি, ২০২৪ সালের জুন মাসের শেষে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় ২৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০২৩ সালের একই সময়ে ছিল ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই একটি স্থিতিশীল এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে শুরু করলেও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা আবারও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। এসব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া ইসরাইল-গাজা সংঘাত। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'The World Economic Situation and Prospects 2024 (Mid-year update)' অনুযায়ী ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যে ২০২৪ সালেও একই হারে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং ২০২৫ সালে এটি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২.৮ শতাংশে পৌঁছাবে।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত 'Global Economic Prospects, June 2024'-তে ২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৬ শতাংশ এবং ২০২৫ ও ২০২৬ উভয় বছরেই তা ২.৭ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৬ শতাংশ। উন্নত অর্থনীতিসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২৩ সালের মতো ২০২৪ সালেও ১.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে এবং ২০২৫ ও ২০২৬ সালে তা যথাক্রমে ১.৭ শতাংশ ও ১.৮ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। তবে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের (Emerging Markets and Developing Economies) প্রবৃদ্ধির হার ২০২৩ সালের ৪.২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ ও ২০২৫ উভয় বছরে ৪ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৬ সালে এটি আরও হ্রাস পেয়ে ৩.৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থিতিশীল হচ্ছে, কিন্তু তা এখনো মন্দা অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। ২০২৪-২০২৬ সময়কালে উন্নত অর্থনীতি এবং উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহ উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় ধীর হবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রকাশিত 'World Economic Outlook (WEO), July 2024' অনুযায়ী ২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রতিবেদনটিতে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যে, ২০২৪ সালে প্রবৃদ্ধির হার সামান্য কমে ৩.২ শতাংশ হবে এবং ২০২৫ সালে আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৩ শতাংশে উন্নীত হবে। তবে উন্নত অর্থনীতিসমূহের ক্ষেত্রে ২০২৪ সালে ১.৭ শতাংশ এবং ২০২৫ সালে ১.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। আইএমএফ এর WEO জানুয়ারি ২০২৪

আপডেটের তুলনায় অধিকাংশ দেশের জন্য স্থির বা কম প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২.৬ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ০.৭ শতাংশ, জার্মানি ০.২ শতাংশ, ফ্রান্স ০.৯ শতাংশ, ইতালি ০.৭ শতাংশ, স্পেন ২.৪ শতাংশ, জাপান ০.৭ শতাংশ এবং কানাডা ১.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪ সালে উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের জন্য ৪.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে, যা WEO এপ্রিল ২০২৪ আপডেটে প্রদত্ত পূর্বাভাসের তুলনায় ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। ভারতের জন্য ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, যা উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এপ্রিল ২০২৪ আপডেটে প্রদত্ত পূর্বাভাসের তুলনায় ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। চীনের প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে, যা এপ্রিল ২০২৪ আপডেটে প্রদত্ত পূর্বাভাসের তুলনায় ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়ার (Emerging and Developing Asia) অর্থনীতিসমূহ ২০২৪ সালে ৫.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা WEO এপ্রিল ২০২৪ আপডেটের তুলনায় ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। রাশিয়ার অর্থনীতি ২০২৪ সালে ৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে যে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ার প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.৪ শতাংশ, যেখানে উন্নত অর্থনীতিসমূহ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে ১.৭ শতাংশ।

আইএমএফ এর আপডেটে উল্লেখ করা করা হয়েছে যে, চীন এবং ভারতের মতো উদীয়মান বাজারগুলো বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে উন্নত অর্থনীতিসমূহ মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং কঠোর আর্থিক নীতির কারণে আর্থিক মন্থরতা/মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে। নিচের ছক ১.১ এ এক নজরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.১: বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (শতাংশ)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ		WEO এর এপ্রিল ২০২৪ আপডেট থেকে পার্থক্য	
	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৪	২০২৫
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৩	৩.২	৩.৩	০.০	০.১
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৭	১.৭	১.৮	০.০	০.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.৫	২.৬	১.৯	-০.১	০.০
ইউরো অঞ্চল	০.৫	০.৯	১.৫	০.১	০.০
যুক্তরাজ্য	০.১	০.৭	১.৫	০.২	০.০
জার্মানী	-০.২	০.২	১.৩	০.০	০.০
ফ্রান্স	১.১	০.৯	১.৩	০.২	-০.১
ইটালী	০.৯	০.৭	০.৯	০.০	০.২
স্পেন	২.৫	২.৪	২.১	০.৫	০.০
রাশিয়া	৩.৬	৩.২	১.৫	০.০	-০.৩
জাপান	১.৯	০.৭	১.০	-০.২	০.০
কানাডা	১.২	১.৩	২.৪	০.১	০.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৪	৪.৩	৪.৩	০.১	০.১
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৫.৭	৫.৪	৫.১	০.২	০.২
চীন	৫.২	৫.০	৪.৫	০.৪	০.৪
ভারত	৮.২	৭.০	৬.৫	০.২	০.০
আসিয়ান-৫*	৪.১	৪.৫	৪.৬	০.০	০.০

উৎস: World Economic Outlook (WEO), July 2024, IMF.
*আসিয়ান-৫ দেশসমূহ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার প্রভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৫.৭৮ শতাংশ হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৮২ শতাংশে।

জিডিপি এবং জিএনআই (GDP and GNI)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বাজার মূল্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি ছিল ৪৪,৯০,৮৪২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩৯,৭১,৭১৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.৪১ শতাংশ, যেখানে স্থির মূল্যে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি'র পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০,৪৮,০২৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫,৫৭,১৮৫ কোটি টাকা বেশি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২,৬২,৮৬৮ টাকা (২,৬৪৩ মার্কিন ডলার), যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২,৩১,৮৬১ টাকা (২,৬৮৭ মার্কিন ডলার)। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে ২,৯৪,১৯১ টাকা (২,৬৭৫ মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (জিএনআই) ছিল ২,৭৩,৩৬০ টাকা (২,৭৪৯ মার্কিন ডলার), যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২,৪১,০৪৭ টাকা (২,৭৯৩ মার্কিন ডলার)। বিবিএস-এর সাময়িক

হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জিএনআই দাঁড়ায় ৩,০৬,১৪৪ টাকা (২,৭৮৪ মার্কিন ডলার)। ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির কারণে মার্কিন ডলারে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের হ্রাস ঘটেছে কিংবা বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৩৭ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৩.০৫ শতাংশ। একই সময়ে, শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি সামান্য কমে ৮.৩৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৩৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.২৬ শতাংশ।

বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.২১ শতাংশে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ০.১৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। বিবিএস-এর হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান হলো ১১.০২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। আর কৃষি খাতের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে শস্য এবং উদ্যানতত্ত্ব উপ-খাত, যা মোট জিডিপি'র ৫.১৫ শতাংশ।

বিবিএস-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৬৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৭১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান হলো ৩৭.৯৫ শতাংশ, যা পূর্ববতী অর্থবছরের তুলনায় ০.৩০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। এ অর্থবছরে শিল্প খাতের মধ্যে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাত, যা মোট জিডিপি'র ২৫.০৭ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৮০ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান হলো ৫১.০৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.০৫ শতাংশ। এ অর্থবছরে সেবা খাতের মধ্যে জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; মোটরযান ও মোটরসাইকেল মেরামত উপ-খাত, যা মোট জিডিপি'র ১৫.৩২ শতাংশ। এছাড়াও, রিয়েল এস্টেট; পরিবহন ও সংরক্ষণ; মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক কার্যক্রম; জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা; এবং আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম উপ-খাতসমূহও জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ভোগ ব্যয়

ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)-তে নিরূপিত জিডিপিতে ভোগ ব্যয়, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যয়ই জিডিপি'র সিংহভাগ হয়ে থাকে। এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ দেশে ভোগ ব্যয় অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশের বেশি। বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান ছিল ৭৪.২৪ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ছিল ৬৮.৫৮ শতাংশ এবং সাধারণ সরকারি খাতের অবদান ছিল ৫.৬৭ শতাংশ। তবে বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে ভোগ ব্যয়ের অবদান দাঁড়িয়েছে ৭২.৩৯ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৬৬.৭৮ শতাংশ এবং সরকারি খাতের ভোগ ব্যয় ৫.৬১ শতাংশ এবং মোট ভোগ ব্যয় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১.৮৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২৫.৭৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল, যা ছিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৫৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৯.৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ০.৬০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপি'র ২৭.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৮৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। একইভাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট জাতীয় সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৩১.৮৬ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.৯১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৩০.৯৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১.১০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে ৩০.৯৫ শতাংশ অবদানের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল ২৪.১৮ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ছিল ৬.৭৭ শতাংশ। জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সামান্য হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩০.৯৮ শতাংশে, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৫১ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৭.৪৭

শতাংশ। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.০৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

মূল্যস্ফীতি

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ৯.০২ শতাংশে পৌঁছে। সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন, ওএমএস-এর আওতা বৃদ্ধি, স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি। সবকিছু সত্ত্বেও, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে ৯.৭৩ শতাংশে পৌঁছে, যেখানে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১০.৬৫ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভূত সামগ্রীর ক্ষেত্রে তা ছিল ৮.৮৬ শতাংশ।

রাজস্ব আহরণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩,৬৬,৬৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.২৬%) রাজস্ব আহরণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক আহরিত কর রাজস্ব ৩,১৯,৭৩১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৭.২০%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৯৯৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.১৮%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ছিল ৩৮,৯৩৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৮৮%)। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয় নির্ধারিণ করা হয় ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ৪,১০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.১২%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৮%), এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৯৭%)।

সরকারি ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয় ছিল ৫,৭৩,৮৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৯৩ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ছিল ৩,৬৯,৮৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩৩%), মোট উন্নয়ন ব্যয় ছিল ২,০৫,১৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৬২%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাবদ ব্যয় ছিল ১,৯১,৯২৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৩২%)। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট সরকারি ব্যয় ছিল ৭,১৪,৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৪.১৫ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ছিল ৪,৫৩,২২৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৯৮%), মোট উন্নয়ন ব্যয় ছিল ২,৬০,০০৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১৫%) এবং এডিপি বাবদ ব্যয় ছিল ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৮৫%)।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সতর্কতা এবং সংযম অবলম্বন করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে (অনুদান ব্যতীত) বাজেট ঘাটতি ছিল ২,৩৬,৪১৮ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৬৮ শতাংশ। এ ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে নীট ঋণ হিসেবে ৭৬,২৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৫১%) এবং দেশীয় উৎস থেকে ১,৫৬,৬২৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১০%) সংগ্রহ করা হয়। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে গৃহীত নীট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৫৫,৯৩৫ কোটি টাকা এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের অগ্রাধিকার খাত

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও কৃষি ইত্যাদি খাতে। এসব খাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৫.৮২ শতাংশ।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রশমন, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনয়ন, চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সংকোচনমূলক মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো হলো: নীতি সুদহার ৭.৭৫ শতাংশ থেকে ৮.৫০ শতাংশে বৃদ্ধি করা, নীতি সুদহার করিডোর সংকুচিত করে +২০০ থেকে +১৫০ বেসিস পয়েন্টে হ্রাস করা এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার ৯.৭৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হার ৫.৭৫

শতাংশ থেকে ৭.০০ শতাংশে সমন্বয় করা। টাকা-ডলার বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম প্রবর্তন করে, খেলাপি ঋণ (NPL) হ্রাসে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং কৃষি, সিএমএসএমই (CMSME) এবং আমদানি-বিকল্প শিল্পসমূহের অনুকূলে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া বৈদেশিক মুদার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে মুদ্রা বিনিময় (currency swap) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (RFCD) হিসাবসমূহ আরও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন মাস শেষে রিজার্ভ মানি (RM), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money)-এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭.৮৪ শতাংশ, ৭.৭৪ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশ। এই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ ৭.৭১ শতাংশ হ্রাস পায়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৮০ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানগুলোর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাস শেষে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৮৪ শতাংশ এবং এ সময়ে সরকারের নীট ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পায় ৯.৬৯ শতাংশ। ২০২৪ সালের জুন মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারের নীট ঋণ (অন্যান্য সরকারি খাত ব্যতীত) ছিল ২০.০৮ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ ছিল ৭৭.৫৮ শতাংশ।

সুদহার

১ জুলাই ২০২৩ তারিখ থেকে SMART (Six Months Moving Average Rate of Treasury Bill) এর সাথে নির্ধারিত মার্জিন যোগ করে সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ৮ মে ২০২৪ তারিখে এ ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং ব্যাংকখাতে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান সাপেক্ষে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক সুদহার নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঋণ ও আমানতের সুদহার পরিসীমাও প্রত্যাহার করা হয়। নীতি সুদহার বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ, তারল্য সংকট এবং নতুন সুদহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ঋণের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২২ এর ৭.০৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এ ৭.৩১ শতাংশে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৪ এ সর্বোচ্চ ১১.৫২ শতাংশে উপনীত হয়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২২ এর ৩.৯৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৩ এ ৪.৩৮ শতাংশে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে তা আরো বেড়ে জুন ২০২৪ এ ৫.৪৯ শতাংশে উপনীত হয়।

পুঁজি বাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত তালিকাভুক্ত মোট সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬৫৩টি, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৬৬০-টিতে পৌঁছায়। জুন ২০২৪ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন ছিল ৪,৩৯,৯৬১.০৫ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২৩ এর তুলনায় ৫.৩১ শতাংশ বেশি। তবে, মোট বাজার মূলধন (Market capitalisation) ২০২৩ সালের জুন মাসের ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা থেকে ১৪.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৬,৬২,১৫৫.৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একইভাবে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (DSEX) ২০২৩ সালের জুন মাসের ৬,৩৪৪.০৯ পয়েন্ট থেকে ১৬.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্টে নেমে আসে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাতও (পি/ই) হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুন মাসে দাঁড়ায় ১০.২২-তে, যা ২০২৩ সালের জুন মাসে ছিল ১৪.৩৮।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসিতে জুন ২০২৪ মাস শেষে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৬২৩টি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের মোট ইস্যুকৃত মূলধন ৪,৪৩,৩০৯.২৫৪ কোটি টাকায় পৌঁছে, যা জুন ২০২৩ এর তুলনায় ৬.২৯ শতাংশ বেশি। তবে, একই সময়ে বাজার মূলধন ৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৬,৯১,৫৭৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। একইভাবে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সার্বিক মূল্য সূচক জুন ২০২৩ এর ১৮,৭০২.২০ পয়েন্ট থেকে ১৯.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৪-এ ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্টে অবনমিত হয়।

রপ্তানি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪৪.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪৬.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৪.৩৪ শতাংশ কম। উক্ত সময়ে কিছু পণ্য থেকে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও কিছু পণ্য থেকে তা হ্রাস পেয়েছে। বিগত বছরসমূহের ন্যায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও নিটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস খাত রপ্তানি আয়ের শীর্ষে ছিল, যা থেকে মোট রপ্তানি আয়ের যথাক্রমে ৪৩.৩২ শতাংশ এবং ৩৭.৯১ শতাংশ অর্জিত হয়।

আমদানি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় (সি অ্যান্ড এফ) ছিল ৬৬.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৫.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১১.১ শতাংশ কম। বিলাস জাতীয় দ্রব্য ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এলসি মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি পণ্যসামগ্রী আমদানি করা হয় চীন থেকে। এ অর্থবছরে মোট আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর ২৮.৫৫ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়। তাছাড়া ভারত থেকে ১৩.৪৭ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪.৩২ থেকে শতাংশ পণ্য আমদানি করা হয়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও পরবর্তীতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৯.৬৬ লক্ষ কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১.২৬ লক্ষ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১.৮১ লক্ষ কর্মী একই উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ ২৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১০.৬৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স অর্জিত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, ওমান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিলাস জাতীয় ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ, এলসি খোলার ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যের উপর কঠোর নজরদারি এবং টাকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবচিতির কারণে আমদানি ব্যয় ১০.৬ শতাংশ হ্রাস পায়। আবার, যুদ্ধের কারণে সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং লোহিত সাগর এলাকায় সংঘাতের কারণে উচ্চতর পরিবহন ব্যয়ের ফলে রপ্তানি আয়ও তুলনামূলকভাবে কম হারে তথা ৫.৯ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। এসব কারণে বাণিজ্য ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২৭.৩৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২২.৪৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, চলতি হিসাবে ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। এছাড়াও, বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BOP) এ ঘাটতি কমাতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামগ্রিক ভারসাম্যে ৪.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ঘাটতি ছিল ৮.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও অন্যান্য অপরিহার্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, উন্নত দেশগুলোতে সুদহার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাস শেষে দেশে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে আসে ২৬.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যেখানে ২০২৩ সালের একই সময়ে এ রিজার্ভ ছিল ৩১.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিনিময় হার

লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টি করার ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান ১১.৬৫ শতাংশ হ্রাস পায়। বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ৯.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করে। এছাড়াও, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে ৮ মে ২০২৪ তারিখে মার্কিন ডলার স্পট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম (Crawling Peg Exchange Rate System) চালু করা হয় এবং এ পদ্ধতিতে প্রতি মার্কিন ডলারের জন্য ক্রলিং পেগ মিড-রেট (CPMR) ১১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ফলস্বরূপ, ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে ভারিত গড় আন্তঃব্যাংক বিনিময় হার প্রতি মার্কিন ডলারে ১১১ টাকায় পৌঁছায়, যেখানে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে এ হার ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৯৯.৪২ টাকা।

অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শীঘ্রই একটি স্থিতিশীল এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।